সচল হলো ডাকসু

গণতান্ত্রিক রাজনীতির নতুন সূচনা হোক

| ঢাকা , রবিবার, ২৪ মার্চ ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পর প্রথম সভা হয়েছে গত শনিবার। বৈঠকে নবনির্বাচিত ভিপি নুরুল হক নূরসহ বাকি নেতারা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। ডাকসুর নবনির্বাচিত কমিটি আগামী এক বছর দায়িত্ব পালন করবে। ভিসি নূর বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করেই দায়িত্ব নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি পুনর্নির্বাচনের আন্দোলনও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

ডাকসুর দায়িত্ব নেয়া নবনির্বাচিত কমিটিকে আমরা অভিবন্দন জানাই, তাদের সাফল্য কামনা করি। প্রায় ৩ দশক পর ডাকসু আবার সচল হয়েছে এটা অবশ্যই বড় একটি অর্জন। গত ১১ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগে প্রায় সব ছাত্র সংগঠনই পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল। ছাত্রলীগ ভিপি পদে পুনর্নির্বাচন চেয়েছিল। পরে তারা সেই দাবি থেকে সরে এলেও বাকি ছাত্র সংগঠনগুলো এখনও তাদের দাবি থেকে সরে আসেনি। অবশ্য

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, পুনর্নির্বাচনের সুযোগ নেই।

ভিপির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নির্বাচনের অনিয়ম-কারচুপির প্রতিকার চাওয়ার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যে ঘোষণা ভিপি নূর দিয়েছেন সেটা সময়োপযোগী। নির্বাচনের অনিয়ম মেনে নেয়া যায় না। আবার পুনর্নির্বাচনের সুযোগ নেই বলে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের বিধিসম্মত দায়িত্ব পালন না করলে রাজনৈতিক পরাজয়ের আশঙ্কা থেকে যেত। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা গেছে, যে বা যারা দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখিয়েছে তারা পরে রাজনীতির মাঠে সুবিধা করতে পারেনি। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডাকসুকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে এমনই একটি আশঙ্কা গত ১১ মার্চের নির্বাচনের পর তৈরি হয়েছিল। ভিপি নূরের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে সেই শঙ্কা দূর হয়েছে, ডাকসু সচল হয়েছে। দায়িত্ব না নিলে ডাকসু হয়তো নির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় থেকে যেত এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা পূর্বের চেয়ে কঠিন হতে পারত। তৈরি হতে পারত আইনি জটিলতা। নিয়ম হচ্ছে, নতুন কমিটি দায়িত্ব নেবে, দায়িত্ব নেয়ার এক বছর পর আবার নির্বাচন হবে। কমিটি যদি দায়িত্বই না নিত তাহলে মেয়াদ পূরণের প্রশ্নে কূটচালের সুযোগ তৈরি হতে পারত। এখন অন্তত সেই সুযোগ থাকবে না। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা গেছে, সংবিধান আর আইনের মারপ্যাঁচে অনেক

জটিলতা তৈরি হয়। আন্দোলন করেও অনেক সময় সেই জটিলতা নিরসন করা যায় না। আন্দোলন ও কৌশলের যুগপৎ সম্মিলন ঘটলে অনেক কঠিন বিষয়ও সহজ হয়ে যাবে।

ডাকসু সচল হয়েছে, এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি বিকশিত হোক, জাতীয় রাজনীতিতেও এর ঢেউ লাগুক সেটা আমাদের একান্ত কামনা। নবনির্বাচিত কমিটি শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে একযোগে কাজ করছে। এমনটাই আমরা দেখতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ছাত্র সংগঠনের অবস্থানও নিশ্চিত করতে হবে নতুন কমিটিকে।